যুগান্তর

তারিখ ... 13 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬

# প্রথম শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক করে ইংরেজি শিক্ষায় গুরুত্ব

প্রথম শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক করে ইংরেজি শিক্ষায় গুরুত্ব

**সংসদ রিপোর্টার**

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সোমবার জাতীয় সংসদে ঢাকা-১ আসন থেকে নির্বাচিত জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সালমা ইসলামের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষাক্রমের আওতায় প্রতিটি শ্রেণীতে ইংরেজি পাঠদান, যথাযথকরণে শিক্ষক সহায়িকা ও নির্দেশনা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সালমা ইসলামের প্রশ্নের জবাবে সংসদে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী

তিনি বলেন, ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষকদের দক্ষ করে তোলার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণসহ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষ করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে শিক্ষকদের শেখানোর মান কার্যকর ও আকর্ষণীয় করতে ইংলিশ ইন অ্যাকশন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে উপকৃত হচ্ছে। মমতাজ বেগমের এক প্রশ্নের জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, একীভূত শিক্ষার আওতায় দেশের শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনার লক্ষ্যে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের জন্য সব বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প নির্মাণ করা হচ্ছে। সরকার থেকে হুইল চেয়ার ও ক্রাচ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য হিয়ারিং এইড প্রদান করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। অটিস্টিক শিশুদের সঠিকভাবে পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য কয়েকটি রোগের প্রতিকার, ইনজুরি, প্রাথমিক চিকিৎসা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, পুষ্টি শিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ জরুরি অবস্থায় করণীয় বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'সুস্বাস্থ্যে সুশিক্ষা' বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

**পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস রোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে—শিক্ষামন্ত্রী :** শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস রোধে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরীক্ষা ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্রে মোবাইল ফোন বহন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা রয়েছে। এছাড়া দুর্বল শিক্ষার্থীদের উন্নত শিক্ষা নিশ্চিতে অতিরিক্ত ৮ হাজার ৯১৯ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। হাবিবুর রহমান মোল্লা ও মো. নজরুল ইসলাম বাবুর পৃথক দুটি প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

এছাড়া কেন্দ্র সচিব ছাড়া অন্য শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন বহন বা ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি কেন্দ্র সচিবও পরীক্ষা কেন্দ্রে স্মার্টফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। তিনি বলেন, যেসব পরীক্ষা কেন্দ্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে সেখানেই সংশ্লিষ্টের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। হাবিবুর রহমান মোল্লা ও মো. নজরুল ইসলাম বাবুর পৃথক দুটি প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

দেশের যেসব উপজেলায় কোনো সরকারি মাধ্যমিক স্কুল নেই, সেখানে একটি করে স্কুল জাতীয়করণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সোমবার জাতীয় সংসদে আয়েশা ফেরদাউসের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। এসএম মোস্তফা রশিদীর আরেক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের যেসব উপজেলায় কোনো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ নেই সেসব উপজেলায় একটি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি করে কলেজ সরকারিকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম চলছে। তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে ২৮৫টি বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে। সে অনুযায়ী শিগগিরই পরবর্তী কার্যক্রম নেয়া হবে।

সুবিদ আলী ভূঁইয়ার প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশের যোগ্য বিবেচিত ২৬ হাজার ১৯৩টি নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ইতিমধ্যে ২৬ হাজার ১২২টি বিদ্যালয়ের জাতীয়করণ হয়েছে। মামলা, জমিসংক্রান্ত জটিলতার কারণে বাকি ৭১টির কাজে বিলম্ব হচ্ছে।

মামুনুর রশীদ কিরণের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সারা দেশে বর্তমানে ১৯ হাজার ৮৪৭টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। তার মধ্যে ৩৩৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১২টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারি; বাকি ১৯ হাজার ৫১০টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি। ডা. রুস্তম আলী ফরাজির এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৪২, উচ্চ মাধ্যমিকে ১:১৪ এবং ডিগ্রিতে ১:২৬। রহিম উল্লাহর প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ১০০টি উপজেলার মধ্যে ৪২টির নির্মাণ কাজ শুরুর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। চারটির কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৮৯টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপনের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ থেকে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। ইসরাফিল আলমের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে 'শিক্ষা আইন'র খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। খসড়াটি নীতিগত অনুমোদনের জন্য শিগগিরই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হবে।

**সংসদে গণপূর্তমন্ত্রী :** নুরুল ইসলাম মিলনের এক প্রশ্নের জবাবে গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বলেন, রাজউক থেকে প্লট না পাওয়া সংসদ সদস্যদের সংখ্যা সংরক্ষিত নেই। তবে সংসদ সদস্যদের জন্য পূর্বাচল নতুন প্রকল্পে ১৫৫টি এবং সম্প্রসারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব প্রকল্পে ৮৩টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে ১৯ জন সংসদ সদস্যকে প্লট বরাদ্দ দেয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।